



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা

আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

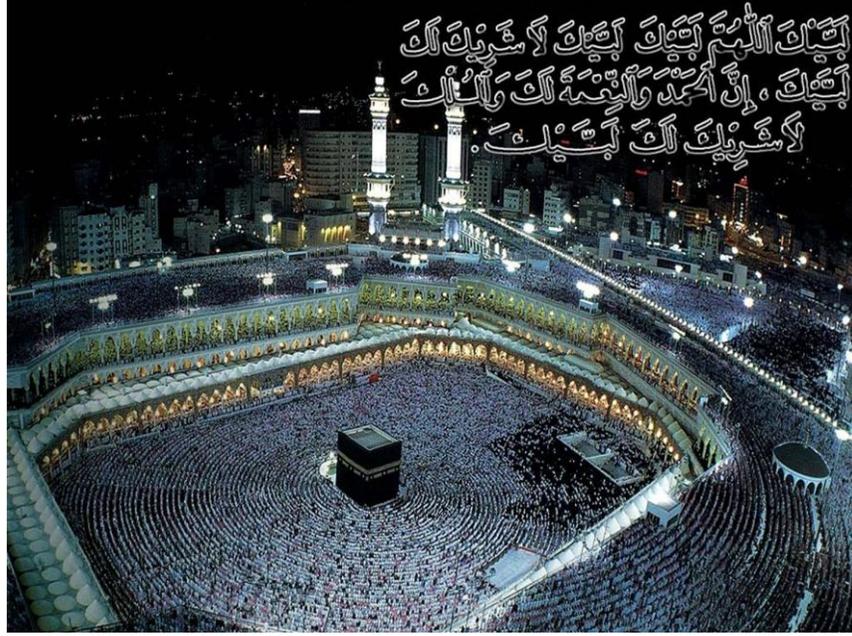


Sisters' Forum In Islam

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকার পরিকল্পনাঃ

৪র্থ হালাকাঃ

* হজ্জের বিস্তারিত বিষয় সমূহ



﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

হজ্জের মাসগুলো সবার জানা। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ
করার নিয়ত করে, তার জেনে রাখা উচিত, হজ্জের সময়ে সে যেন
যৌন সম্বোগ, দুষ্কর্ম ও ঝগড়া—বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর যা কিছু
সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয়
সঙ্গে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই
হে বুদ্ধিমানেরা! আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো। ২:১৯৭

হজ্জের যাবার জন্য কিছু পূর্ব প্রস্তুতি থাকা দরকার। এত বড় একটি এবাদত যা আমার আপনার শারীরিক অর্থনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়কে কাজে লাগাতে
হয়, সেই এবাদতটা অবশ্যই যেন শুধু মক্কা-মদিনা যাওয়া আসার মধ্যে না হয় এবং তা যেন জীবনের রাস্তাকে পরিবর্তন করে একমুখী হয়ে মহান আল্লাহর
দেয়া সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত হয় সেইভাবে নিজেকে তৈরী হতে হবে।

তাই আমাদের থাকা দরকার—

- ব্যক্তিগত প্রস্তুতি-মানসিক ও শারীরিক
- পারিবারিক দায়িত্ব
- সামাজিক অবস্থান

মানসিক প্রস্তুতি

হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতিঃ ১

১। প্রথমেই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে, এটা হজ্জ যারা যেতে চান তাদের জন্য ওয়াজিব।

একমাত্র উদ্দেশ্য হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহ জানিয়েছেন,

. আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ করো। সূরা আল বাকারা:১৯৬

২। নিজের সকল প্রকার গুনাহ হতে তাওবাতুন নাসূহার জন্য জলদি করা তার জন্য ওয়াজিব মনে করতে হবে। সত্যিকার তাওবাহ করার শর্তসমূহ:

- ইখলাসের (একনিষ্ঠতা) সাথে তাওবাহ করা।
- কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
- গুনাহের কাজ চিরতরে ত্যাগ করা।
- সেই গুনাহের কাজে আবার ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা।
- সময় শেষ হওয়ার আগে তাওবাহ করা (মৃত্যুকালে রুহ কবযের আগে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবার আগে)।
- কারো হক থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া ও ক্ষমা চাওয়া। এটা খুবই জরুরী।

৩। অসিয়ত করে যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:"কোন মুসলিমের যদি কোন কিছু অসিয়ত করার থাকে তার জন্য এটা উচিত হবে না যে, সে অসিয়ত না করে দু'টি রাত যাপন করে"। বুখারি: ২৫৮৭, মুসলিম: ১৬২৭

শারীরিক প্রস্তুতিঃ

শারীরিক প্রস্তুতি খুবই জরুরী। সুস্থতা আল্লাহতা'আলার দেয়া একটি বড় নি'আমত। সুস্থ থেকে হজ্জের সব আহকাম নিজে করতে পারাটা মহান আল্লাহতা'আলার দেয়া একটি বিরাট সাহায্য। তাই

১। সুস্থতার জন্য দোয়া করা

২। শরীরের হক আদায়ে যত্নশীল হওয়া

৩। হাঁটার অভ্যাস করা

৪। শারীরিক কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

৫। মা-বোনদের মাসিক ঋতুস্রাব বিষয়ে একজন গাইনীকোলজিস্টের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ঔষধ নিতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা প্রত্যেকই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল। তাকে তার অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। সহীহ বুখারী

পরিবারের জন্য এখন থেকে কিছু নির্দেশনা দিতে থাকুন। যেমন:

- প্রথমেই আপনার অনুপস্থিতিতে অভিভাবক হিসেবে একজন পরহেজগার মনোনিত করুন।
- বাড়ির যে পরিচারিকা আছে বা রেখে যাবেন তাকেও পরহেজগার দেখে নিন বা শিক্ষা দিন।
- সন্তানদের একটি নেক আমলের পরিকল্পনা করে দিন যেন আপনাদের অনুপস্থিতিতে সেই অনুযায়ী আমল করে যেতে থাকে।
- সন্তানদের বুঝতে দিন, তাদের সহযোগিতায় মানসিকভাবে প্রশান্তির সাথে হজ্জ করতে পারলে তারাও সওয়াব পাবে ইনশা'আল্লাহ।
- পরিবারের বাড়ির নিরাপত্তার জন্য যা করা প্রয়োজন তা এখন থেকে গুছিয়ে নিন।
- বাজার রান্না স্কুল/কলেজ ইত্যাদি সব নির্দেশনা সুন্দর করে গুছিয়ে এখন থেকে একটু করে করিয়ে নিন সেই ভাবে।
- আমাদের সবার কাছে সব সময়ের জন্য ক্ষমা ও ঋনমুক্ত থাকা দরকার কারণ যে কোন সময়েই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে, শুধু হজ্জ গেলেই নয়।

সফরের কতিপয় আদব-কায়দা এবং বিধি-বিধান

১। মহান আল্লাহর জন্য নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ/নিখুঁত করা:

২। আল্লাহ যেসব কাজ ফরয করেছেন তা পালন করার এবং যে সব কথা ও কাজ হারাম করেছেন তা হতে বিরত থাকার জন্য আগ্রহী হওয়া।

৩। উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। যেমন: দৈহিক শ্রম, জ্ঞান ও অর্থ দ্বারা দানশীলতার প্রমাণ পেশ করবে।

তাই সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে সাহায্য করা, জ্ঞানপিপাসু ও শিক্ষার মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে জ্ঞান দান এবং নিজ ধন-সম্পদ নিজ প্রয়োজনে এবং মুসলিম ভাইদের প্রয়োজনে ব্যয় করে দানশীলতার বাস্তব রূপ দান করা।

- সফরে বের হওয়ার পূর্বে কিছুটা বেশী করে টাকা-পয়সা এবং সম্বল নিয়ে নেয়া উচিত; কারণ, হঠাৎ তার প্রয়োজন হতে পারে অথবা অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।
- সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবসময় যেন হাঁসিমুখে, মনে উদারতা রেখে, সন্তুষ্ট চিত্তে থাকা। আর সাথী-সঙ্গীদের পক্ষ হতে কোন রকম দুর্ব্যবহার বা মতের উল্টো কাজ হয় তাহলে তাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং ভাল পন্থায় তার সমাধান করা আবশ্যিক।

৪। সফরের শুরুতে ও সফরকালীন যে সব দু'আ-যিকির পাঠ করা নাবী (সা.) হতে প্রমাণিত, তা আমল করা।

যার একটি হচ্ছে যানবাহনে পা রেখে بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করবে।

যানবাহনে ভালভাবে বসে আল্লাহ পাকের নিয়ামত স্মরণ করবে যে, তিনি এ বাহন আমার জন্য সহজলভ্য করেছেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে:
اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ ۝ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ ۝ اللَّهُمَّ هَوِّنَا سَفَرَنَا هَذَا ۝ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ۝ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ۝ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ۝ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

আর কোন উঁচু জায়গায় উঠার সময় তাকবীর (اللَّهُ أَكْبَرُ) আল্লাহ আকবার) পাঠ করবে এবং কোন নীচু জায়গায় অবতরণের সময় তাসবীহ (سُبْحَانَ اللَّهِ) পাঠ করবেন (ছহীহ বুখারী হা/২৯৯৩,

আর কোন স্থানে অবস্থানের সময় বলবে: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

[আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খলাক্কা] আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণী দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে (ছহীহ মুসলিম হা/২৭০৮, সুনানে দারিমী হা/২৭২২, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৪৭, তিরমিযী হা/৩৪৩৭)। এ দু'আ পাঠ করলে অন্যত্র না যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।

সফর অবস্থায় সালাত

মুসাফিরের জন্য সুন্নাত হচ্ছে চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতগুলি কসর করে দুই রাক'আত আদায় করা। আর এর সময় হচ্ছে মুসাফিরের নিজ শহর থেকে বের হয়ে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত। তার এই সফরের সময়সীমা দীর্ঘ হোক কিংবা অল্প হোক।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে নাবী (সা.) মক্কায় উনিশদিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন যাতে তিনি চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতগুলি কসর করে দুই রাক'আত আদায় করেছিলেন। সহীহ বুখারী ১০৮০

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুসাফির একা সলাত আদায় করলে দু'রাক'আত পড়ে, আর যদি কোন মুক্বীম ইমামের পিছনে সলাত আদায় করে তবে চার রাক'আত পড়ে এর কারণ কি? তখন তিনি উত্তরে বলেন, ইহাই হচ্ছে রসূল (সা.) এর সুন্নাত।

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা.) সফরে যখন ইমামের পিছনে সলাত আদায় করতেন তখন চার রাক'আত পড়তেন। আর যখন একা সলাত আদায় করতেন তখন চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতগুলি কসর করে দুই রাক'আত সলাত আদায় করতেন। সহীহ মুসলিম ৬৯৪।

সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করা

যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সলাত একত্রে পড়ার প্রয়োজন হলে মুসাফিরের জন্য ইহা সুন্নাত। বিশেষ করে যখন সফররত অবস্থায় থাকবে। সুতরাং দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রিত করার ক্ষেত্রে সলাতের প্রথম ওয়াক্ত বা শেষ ওয়াক্তের মধ্যে যেটা সহজ হয় তাই করবে।

সফর অবস্থায় সুন্নাত ও নফল সলাত

মুসাফির ব্যক্তি মুক্কীম ব্যক্তির মতই নফল সলাত আদায় করবে। যেমন, যুহার (চাশত) সলাত, তাহাজ্জুদ সলাত, বিতর সলাত, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ও অন্যান্য নফল সলাত আদায় করবে।

তবে যুহর, মাগরিব ও ইশার সুন্নাতে রাতিবা না পড়াই হচ্ছে সুন্নাত। মহান আল্লাহ পাক একমাত্র সর্বাধিক জ্ঞাত।

মক্কা মদিনায় অবস্থানরত সালাত কি কসর পড়তে হবে?

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাড়ীতে কিংবা সফরে যে কোন অবস্থায় প্রথমে সালাত দু' দু' রাক'আত করে ফারয করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সফরের সালাত দু' রাক'আত ঠিক রাখা হলেও বাড়ীতে অবস্থানকালীন সালাতের রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

(ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪৪০, ইসলামীক সেন্টার ১৪৫০) হাদিসের মানঃ সহিহ সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশশার (রহঃ) মুসা ইবনু সালামাহ আল হুযালী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি মক্কায় অবস্থানকালে যদি ইমামের পিছনে সালাত আদায় না করি তাহলে কীভাবে সালাত আদায় করব। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বললেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে।

এটি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪৪৭, ইসলামীক সেন্টার ১৪৫৭) হাদিসের মানঃ সহিহ সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

হজ বা উমরা সফরে মহিলাদের জন্য হোটেলে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম মসজিদে হারামে সালাত আদায় করার থেকে?

একাধিক বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য তাদের নিজ গৃহে সালাত আদায় করা উত্তম। গৃহের মধ্যে সবচেয়ে নির্জন কক্ষে সালাত আদায় করা আরো অধিক উত্তম- মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার থেকেও। এই মর্মে হাদিস হলো, উম্মে হুমায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু হুমায়েদ রা. এর স্ত্রী। তিনি একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করতে ভালবাসি।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি জানি, তুমি আমার সাথে নামাজ আদায় করতে ভালবাস। কিন্তু তোমার জন্যে ক্ষুদ্র কুঠরীতে নামাজ পড়া বাড়িতে (প্রশস্ত ঘরের মধ্যে) নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়িতে নামাজ পড়া, বাড়ির উঠানে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। নিজ বাড়ির উঠানে নামাজ পড়া মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।"

তারপর উম্মে হুমাইদ রা. আদেশে তার জন্যে তার নিজ ঘরের ভিতরে অন্ধকার স্থানে একটি নামাজের জায়গা বানিয়ে দেওয়া হল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে নামাজ আদায় করেছেন।

[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমাদ ৬/৩৭১, ইবনে খুযায়মা ৩/৯৫, ইবনে হিব্বান ৪/২২]

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবিকে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার চেয়েও তার নিজ গৃহে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম বলেছেন।

সুতরাং মহিলাদের জন্য মসজিদে সালাত আদায় করা জায়েজ হলেও সর্বাবস্থায় বাড়িতে সালাত আদায় করা এবং হজ ও ওমরা সফরে মক্কা-মদিনায় অবস্থানকালে হোটেলে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম। অর্থাৎ উক্ত হাদিস অনুযায়ী সে হোটেলে সালাত আদায় করলেও মক্কার মসজিদুল হারামে (এক লক্ষ গুণ), এবং মদিনার মসজিদে নববীতে (১০০০ গুণ) সালাত আদায়ের থেকে বেশি সওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ।

তবে ইচ্ছে করলে হারামে গিয়েও সালাত আদায় করতে পারে। কেননা হাদিসে এসেছে, ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

"তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ সমূহে যেতে বাধা দিও না।" [সহিহ বুখারি, অধ্যায়: জুমার সালাত, অনুচ্ছেদ: মহিলাদেরকে রাতে (সালাতের জন্য) মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে, হা/ ৯০০ এবং সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: নারীদের মসজিদে গমন করা-নাফি' সূত্রে] এ মর্মে আরো একাধিক হাদিস রয়েছে।

- এই ক্ষেত্রে যাতায়াতের পথে পূর্ণ পর্দা করবে (মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কজি ঢাকা সহকারে),
- আতর-সুগন্ধি ব্যবহার থেকে দূরে থাকবে,
- মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে সালাত আদায় করবে,
- পর পুরুষের শরীরের স্পর্শ যেন না লাগে সেজন্য ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ থেকে সতর্ক থাকবে।
- সর্বোপরি সব ধরনের ফিতনা থেকে দূরে থাকবে।

◊ আল্লামা মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানিকে প্রশ্ন করা হয় যে, হাদিসে আছে যে, "একজন মহিলার জন্য বাড়িতে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম মসজিদ থেকে।" কিন্তু কোন মহিলা যদি মক্কায় থাকে তার জন্যও কি হারামে নামাজ পড়ার থেকে হোটেলের নামাজ পড়া অধিক উত্তম হবে?

উত্তরে তিনি বলেন,

إي واضح بالإيجاب ، ألا وهو أن صلاة المرأة حيث كانت ، في أيِّ بلد حَلَّتْ ، حتى ولو كانت في مكة ، أو في المدينة ، أو في بيت المقدس ؛ فصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد ، كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيما يتعلّق بالنوافل من الصلوات ، فالأفضل له أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد ، حتى ولو كان المسجد الحرام ؛ ذلك لدليلين اثنين :

"হ্যাঁ, উত্তর স্পষ্ট। আর তা হল, একজন মহিলার সালাত-সে যেখানেই থাকুক না কেন, যে শহরেই যাক না কেন-যদিও তা মক্কা, মদিনা বা বাইতুল মাকদিস হয় তার জন্য তার বাড়িতে সালাত করা অধিক উত্তম মসজিদ থেকে। যেমন বিষয়টি পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য বাড়িতে নফল সালাতের ক্ষেত্রে। তার জন্য বাড়িতে নফল সালাত আদায় করা অধিক উত্তম; মসজিদে নয়। এমনকি মসজিদে হারাম থেকেও। তা দুইটি দলিলের কারণে। (এরপরে তিনি এ প্রসঙ্গে দুইটি হাদিসের দলিল উল্লেখ করেন)।" আল্লাহু আলাম।

- আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

৮, ৯, ১০ই যিলহজ্জে করনীয়

৮ই যিলহজ্জ: এই দিনটিকে বলা হয় “তারউইয়্যার দিন”

এইদিন থেকে হজ্জের আমল শুরু হয় এবং সূর্য উঠার পর ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে মীনায় আসা সুন্নাত। এই দিন মক্কায় অবস্থানকারী হাজীগন নিজ নিজ অবস্থানস্থল(ঘর, হোটেল বা আবাসস্থান) থেকে আবার হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধবেন, এইক্ষেত্রে উমরার সময় যেভাবে বেঁধেছিলেন সেইভাবেই হবে তবে নিয়ত হবে আল্লাহুমা লাক্বাইকা হাজ্জান বা লাক্বাইকা হাজ্জান।

৮ই যিলহজ্জ মীনায় যুহর, আসর, মাগরিব ইশা এবং ৯ তারিখের ফজর পড়বেন। সূর্যোদয়ের পর থেকে যোহরের আগ পর্যন্ত নিজ জায়গা থেকে ইহরাম বেঁধে মিনায় যাওয়া মুস্তাহাব। যেহেতু পরেরদিন আরাফাতের দিন তাই এই রাতকে বলে আরাফাতের রাত।

৯ই জিলহজ্জ: (ইয়াওমি আরাফা)

এটি হজ্জের রুকন, এটি বাদ পড়লে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। এই দিন সূর্যোদয়ের পর হাজীগন মীনা হতে আরাফার দিকে রওয়ানা দিবেন এবং সূর্য ঢলা পর্যন্ত এখানে অবস্থান করাটা ফরয এবং নামেরা নামক ময়দানে অবস্থান করাটা সুন্নাত, যদি তা সহজসাধ্য হয়। রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই বেশী বেশী তালবিয়্যা, কালিমা ও তাকবীর বলতে থাকা সুন্নাত। আরাফাতের সীমানা চিহ্নিত করে চতুর্দিকে পিলার ও সাইনবোর্ড লাগানো আছে,এ সীমানার ভিতর অবস্থান করতে হবে।

আরাফার ময়দানে করনীয়—

- ১। গোসল করে নেয়া,
- ২। পরিপূর্ণ পবিত্র থাকা, তবে কোন কারন বশত অযুবিহীন ও অপবিত্র থাকলেও আরাফাতে অবস্থান শুদ্ধ হবে।
- ৩। কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা ও অন্যান্য তাসবীহ পড়া, তওবা-ইস্তিগফার বেশী করে করা
- ৪। কিছু সময় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে দু’হাত উত্তোলন ও প্রসারিত করে দোয়া করা।
- ৫। মনকে বিনম্র ও খুশু-খুযু রেখে মোনাজাত করা।
- ৬। দোয়া নিম্ন স্বরে ও একাকী করা উত্তম। তবে কেউ যদি দোয়া করে ও পিছনে কোন লোকসমষ্টি আমীন বলেন তাতে অসুবিধা নেই(শাইখ উসাইমিন)
- ৭। হায়েজ নিফাস অবস্থায় দোয়া করা যাবে।
- ৮। দোয়াতে নিজের জন্য / অন্যের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য করবেন।

যখন সূর্য ঢলে যাবে (যোহরের ওয়াক্ত), তখন ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন।

আরাফাতে গিয়ে যোহরের সময়ে, যোহর ও আছর ২টি নামাযই যোহরের ওয়াক্তে এক আযান ও ২ ইকামত দিয়ে ২ রাকাআত করে (কসর হিসেবে) আদায় করে নিবেন, আর যোহর পড়ার পর পরই আসর আদায় করে নিবেন, (এভাবে নামায আদায় করাকে ‘জমা’ করা’ বলে), ইমামের সাথে জামা‘আতে না পড়তে পারলেও উপরোক্ত পদ্ধতি ও নিয়মে নামায ২টি পড়বেন। সুন্নাত পড়বেন না। (রাসুল এভাবে পড়েছেন, তাই আপনিও পড়ুন, কারো কথায় বিভ্রান্ত হবেন না, কারণ আপনি হজ্জের সফরে আছেন)।

আরাফাহর দিনে আরাফাতে হাজীদের জন্য সুন্নাত হলো-

• কিবলামুখী হয়ে দু হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট দো‘আ করবেন। যেভাবে রাসুলুল্লাহ সা দো‘আ করেছেন।

• আর এই দো‘আটিও বেশী বেশী পাঠ করবেন:

• لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীইকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া লাহু ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদি-র ’। রাসূল স. বলেছেন-

শ্রেষ্ঠ দোআ হচ্ছে এই দিবসের দোআ। আমি এবং নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম কথা হচ্ছে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।সহীহ আল বুখারী, মুসলিম

• জাবালে রহমতকে সামনে রেখে দো‘আ করবেন না।

• আরাফাতের দিন হাজীরা সাওম রাখবে না কারন রাসূল স. সাওম করেন নি।

মুযদালিফায়

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরাফাতে মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফায় রওয়ানা দিবেন। সেখানে পৌঁছতে দেরী হলেও মাগরিব ও ইশা নামায মুযদালিফাতে গিয়ে পড়বেন।

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুযদালিফার দিকে রাওয়ানা দিবেন। (সূর্য ডুবার আগে বের হয়ে আর আরাফাতে ফিরে না এলে দম দিতে হবে, তবে ভুল করে বের হলে আবার ফিরে এলে দম লাগবে না)।

যখনই মুযদালিফায় পৌঁছে যাবেন তখনই নামাযের তারতীব ঠিক রেখে অর্থাৎ প্রথমে মাগরিবের ৩ রাক’আত এবং এরপর ইশার ২ রাক’আত কসর নামায পড়তে হবে। হাজ্জীরা একত্রে হলে এক আযানে আর দুই ইকামতে আদায় করবে। সুন্নাত পড়তে হবেনা, তবে বিতর বা উইতরের নামায পড়তে পারেন।

এখানে সবাই খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করে থাকে। নারীদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের,যারা অক্ষম ও শিশুদের শেষ রাত্রে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সিদ্ধ হবে। এ ছাড়া অন্যসব হাজীদের ফযরের নামায না পড়া পর্যন্ত মুযদালিফাতে অবস্থান করতে হবে।

“তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে ‘মাশআরুল হারাম’ (মুযদালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়”।সূরা আল বাকারা:১৯৯

মুযদালিফায়

ফযরের নামাযের পর মাশআরুল হারাম সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং খুব বেশী আল্লাহর যিকর, তাকবীর এবং দোয়া দরুদ পাঠ করতে থাকবে যে পর্যন্ত প্রভাতের আলোকরেখা অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দোয়ার সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব।

মাশআরুল হারাম" একটি পাহাড়ের নাম। এটি মুযদালিফায় অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদও আছে।

এখানে হাজীদের যা করণীয় তা হল :

- (১) মাশআরুল হারামের নিকট কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো,
- (২) তাকবীর বলা,
- (৩) তাসবীহ-তাহলীল পড়া অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহাম্দু লিল্লাহ' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া।
- (৪) যিকর করা
- (৫) প্রাণ খুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা,
- (৬) খুশু-খুযু ও বিনম্র হয়ে মাবুদের কাছে আপনার যা চাওয়ার আছে তা চেয়ে নেবেন। বিশেষ করে আপনার মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র- সন্তানাদি ও আপনজন- আত্মীয়স্বজনের জন্যও দোয়া করবেন।
- (৭) দোয়ার সময় দুহাত উঠিয়ে মুনাযাত করা মুস্তাহাব। এভাবে ফজরের নামাযের পর থেকে আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দোয়া করতে থাকা মুস্তাহাব। ভীড়ের কারণে "মাশআরুল হারাম"- এর কাছে যেতে না পারলে মুযদালিফায় যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে এভাবে দোয়া করবেন।

সুন্নাত হলো প্রথম দিনের ৭টি কংকর মাশআরুল হারাম থেকে রওয়ানা দেয়ার পর মুযদালিফা থেকেই কুড়াবেন। এখান থেকে এর বেশী নয়। আর বাকী ৩ দিনের প্রত্যেক দিনের ২১টি করে কংকর মিনা থেকেই কুড়ানো যায়। এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে হারামের মধ্যবর্তী যে কোন স্থান থেকেই কংকর কুড়ানো জায়েয আছে।

কংকর ধৌত করার প্রয়োজন নেই এবং ব্যবহারকৃত কংকর পুনরায় ব্যবহার করা ঠিক না।

১০ই জিলহজ্জ: ঈদের দিন

১০ই যিলহজ্জ অর্থাৎ ঈদের দিনের কাজ --- নিম্নবর্ণিত ৪টি কাজ :

(১) কংকর নিষ্ক্ষেপ (শুধুমাত্র বড় জামারায়/জামারায় আকাবা),

(২) কুরবানী করা,

(৩) চুল কাটা (মিনাতেই)

(৪) তাওয়াফ করা অর্থাৎ তাওয়াফুল ইফাদা বা ফরয তাওয়াফ। এ দিনে না পারলে পরবর্তী ২ দিনের মধ্যে বা অন্য যে কোন সময় করলেও চলবে।

উত্তম হল- এ চারটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করা।

মুজদালিফা থেকে মিনার দিকে চলার সময় বেশী বেশী তালবিয়্যা হ ও আল্লাহ্ আকবার পড়তে থাকবেন।

ওয়াদী মুহাসসির উপত্যকায় যখন পৌঁছে যাবেন তখন কিঞ্চিৎ দ্রুত চলা মুস্তাহাব। এই জায়গাটি মুযদালিফা ও মীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। এখানেই আবরাহা বাদশাহকে তার হাতী বাহিনীসহ ধ্বংস করা হয়েছিল।

মীনায় তাবুতে পৌঁছে নাস্তা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আপনি ছোট ব্যাগটির কিছু জিনিষ রেখে(যেমন বিছানা, কাপড়) হালকা করে পরবর্তী কাজের জন্য বের হবেন। জামারাতুল ‘আকাবাতে কংকর নিষ্ক্ষেপের জন্য বুটের মতো ৭ টি পাথর মুযদালিফা হতে সংগ্রহ করা। যদিও মিনা থেকে নেওয়া ও জায়েয আছে।

বড় জামারায়(‘জামারাতুল ‘আকাবা) পৌঁছা মাত্র তালবিয়্যা পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে। সূর্য উঠার আগে আপনারা কংকর মারবেন না। হারাম শরীফ থেকে মিনায় আসলে ঐ পথে যেটা কাবার নিকটতম, মিনার দিক থেকে তৃতীয় সেটাই বড় জামরা।

মহান আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণার (তাকবীর) সাথে বিনয়ী ও শান্ত হয়ে কংকর নিষ্ক্ষেপ করবে। কেননা জামরায় কংকর নিষ্ক্ষেপ করা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন: **ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ**

যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করবে সে তো তার অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ-ভীতি থেকেই তা করবে। আল-হাজ্জঃ ৩২

কংকর নিষ্কেপের সুন্নাতঃ

- (১) মিনায় প্রবেশ করে কংকর নিষ্কেপের আগে অন্য কিছু না করা।
- (২) কংকর নিষ্কেপ শুরু করার পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দেয়া।
- (৩) প্রতিটি কংকর নিষ্কেপের সময় "আল্লাহু আকবার" বলা। ডান হাতে নিষ্কেপ করা। পুরুষের হাত উঁচু করে নিষ্কেপ করা। মেয়েরা হাত উঁচু করবে না।
- (৪) কংকরের সাইজ হবে চানা বুটের দানার চেয়ে একটু বড়।
- (৫) প্রথমদিন সূর্যোদয়ের পরে মারা সুন্নাত।
- (৬) দাঁড়ানোর সুন্নত হলো মক্কাকে বামপাশে এবং মিনাকে ডানে রেখে 'জামারার' দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। এরপর নিষ্কেপ করবে। প্রচণ্ড ভীড় হলে যে কোন দিকে দাঁড়িয়েও মারতে পারেন।
- (৭) একটা কংকর মারার পর আরেকটি মারা। অর্থাৎ দুই কংকরের মধ্যে বেশী সময় না নেয়া।
- (৮) কংকরগুলো পবিত্র হওয়া মুস্তাহাব। অপবিত্র হলেও তা দিয়ে নিষ্কেপ করা যাবে। তবে মাকরুহ হবে।
- (৯) আল্লাহ আকবার الله أكبر বলে প্রতিটি কঙ্কর ভিন্ন ভিন্নভাবে নিষ্কেপ করবেন। খুশুখুজুর সাথে কঙ্কর নিষ্কেপ করবেন।

কংকর নিষ্কেপের হেকমত হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্র কায়েম করা। নবী সা. বলেছেন : আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ এবং জামারায় পাথর নিষ্কেপ আল্লাহ তা'আলার যিক্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যই করা হয়েছে। (তিরমিযী)

কংকর নিষ্কেপের উত্তম সময় হল সূর্যোদয় থেকে শুরু করে দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। সন্ধ্যা পর্যন্ত মারাও জায়েয আছে।

‘আর তোমার কঙ্কর নিষ্কেপ, সে তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয়।(মুসলিম : ১৩৪৮)

কংকর নিষ্কেপের শর্তঃ

- (১) জামারার খুঁটিকে লক্ষ্য করে কংকর ছুঁড়ে মারতে হবে। অন্যদিকে টার্গেট করে মারলে খুঁটিতে লাগলেও শুদ্ধ হবে না।
- (২) টিলটি জোরে নিষ্কেপ করতে হবে। সাধারণভাবে কংকরটি সেখানে শুধু ছুঁয়ায়ে দিলে হবে না।
- (৩) কংকরটি পাথর হতে হবে। মাটি বা ইটের টুকরা দিয়ে হবে না।
- (৪) কংকরটি হাত দিয়ে নিষ্কেপ করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের খেলনা, গুলাল, তীর বা পা দিয়ে লাথি মেরে নিষ্কেপ করলে হবে না।
- (৫) সাতটি পাথর হাতের মুঠোয় ভরে একেবারে নয় বরং একটি একটি কংকর হাতে নিয়ে নিষ্কেপ করতে হবে।

যারা দুর্বল অর্থাৎ হাঁটা-চলার ক্ষমতা রাখে না, তারা নিজের কঙ্কর অন্যকে দিয়ে মারতে পারেন। এক্ষেত্রে যিনি প্রতিনিধি হবেন তাকে অবশ্য হজ্জ পালনকারী হতে হবে, এবং নিজের কঙ্কর প্রথমে মেরে, পরে অন্যেরটা মারতে হবে।

যে ধরনের হাজীদের পক্ষে বদলী পাথর নিষ্ক্ষেপ জায়েয তারা হলেন দুর্বল, রোগী, অতি বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য।

যে শর্তে বদলী কংকর নিষ্ক্ষেপ জায়েয সেই ক্ষেত্র হলো--

- (১) যিনি বদলী মারবেন তিনি একই বছরের হাজী হতে হবে।
- (২) যার পরিবর্তে বদলী মারবেন তিনি অবশ্যই অক্ষম ব্যক্তি হতে হবে।
- (৩) প্রথমে হাজী নিজের পাথর মারবেন, এরপর অক্ষম ব্যক্তির কংকর মারবেন।

কুরবানী) হাদী জবেহ করা

কঙ্কর মারার পর হাদীর (হেজ্জের জন্য যে পশু জবাই হয় তা হল হাদী এবং ঈদুল আযহায় যে পশু জবাই হয় সেটি হচ্ছে কুরবানী) জানোয়ার যবেহ করা হবে। (মুয়াল্লিমের কাছে জেনে নিতে হবে কুরবানী করা হয়েছে কি না)।

১০ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চার দিবসই কুরবানী করা চলে।

উট-গরু-বকরি-মেঘ হাদী হিসেবে জবেহ করা যায়। উট হলে ৫ বছর বয়সের, গরু হলে দুই বছর বয়সের ও মেঘ হলে এক বছর বয়সের হতে হবে। উট ও গরু হলে একটাতে সাতজন অংশ নিতে পারবেন। তবে কারো অংশই যেন একসপ্তমাংশের কম না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বকরি ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এক হাদী একজনের জন্য জবেহ করতে হবে।

চুল কাটা

এইবার হাজীরা মীনাতেই চুল মুগুন বা ছোট করে কাটবে। তবে মুন্ডন করাই উত্তম কারন রাসূল স. মাথা মুগুনকারীদের জন্য তিনবার রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন, চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দোয়া করেছেন।

নারীদের জন্য তাদের চুলের প্রত্যেক বেনী হতে কমপক্ষে আংগুল পরিমাণ কাটতে হবে। চুল কাটার পর এই অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য সব কিছুই হালাল হয়ে যাবে যা ইহরাম অবস্থায় হারাম ছিল। এটাকে প্রথম হালাল বা তাহাললুলে আওয়াল বলা হয়।

উপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করা হলেই স্ত্রী সম্ভোগ ছাড়া ইহরামের সমস্ত নিষিদ্ধ কাজগুলি হালাল হয়ে যায়। অতএব এর পরে হাজীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা, চুল কাটা, নখ কাটা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলি হালাল হয়ে যাবে। আর এই প্রাথমিক হালাল হওয়ার পরে সুগন্ধি লাগানো সুনাত।

কারণ, আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সা.)-কে তাঁর ইহরাম করার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযা করার পূর্বে (প্রাথমিক) হালাল হওয়ার পরেও সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ১১৮৯।

তাওয়াফ যিয়ারাহ বা ইফাযাহ।

বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা, এ তাওয়াফটি হজ্জের একটা রুক্ন অর্থাৎ ফরজ। এটা ছুটে গেলে হজ্জ হবে না।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সা.)-এর সঙ্গে হাজ্জ করলাম। অতঃপর কুরবানীর দিন আমরা তাওয়াফ ইফাযাহ করলাম। সহীহ বুখারী ১৭৩৩ ও সহীহ মুসলিম।

এর উত্তম সময় হলো ১০ই যিলহজ্জ ঈদের দিন কংকর নিষ্ক্ষেপ, কুরবানী করা ও চুল কাটার পর তাওয়াফে ইফাদা করা। তবে সেদিন ফজর উদয় হওয়ার পরই তাওয়াফে ইফাদার সময় শুরু হয়ে যায়।

(ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ-এ ৩ দিনের যে কোন দিন বা রাতে তাওয়াফে ইফাদা করে ফেলা ওয়াজিব। এ তাওয়াফ উমরার তাওয়াফের মতই।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেন যে, নাবী (সা.)-কে কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বে মাথা মুগুন ও কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বে যবহু করা এবং কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফে ইফাযাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সা.) উত্তরে বলেন: কংকর মার, তাতে কোন অসুবিধা নেই। সহীহ মুসলিম ১৩০৬।

সাই

তাওয়াফে ইফাদা শেষে যে সাই করা হয় তা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন এটা ফরয। উমরার সাইর মতই এ সাই। যে কোন পোষাক পরে এ সাই করা যায়। এই সাই করার পর চুল কাটতে হয় না। আগেই আপনি চুল কেটে হালাল হয়েছেন।

মীনার দিকে প্রত্যাবর্তন

এবার হাজীগন আবার মীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এই তারিখে অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জে।

১০ ও ১১ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতগুলোতে মিনায় থাকা ওয়াজিব। ১২ই যিলহজ্জ তারিখে পাথর নিষ্ক্ষেপ শেষে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে না পারলে ঐ তারিখের দিবাগত রাতেও মিনায় থাকা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আইয়ামে তাশরীকের ১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ

আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দুই দিন অর্থাৎ ১১ ও ১২ই যিলহজ্জে কঙ্কর মারা হজ্জের ওয়াজিব সমূহের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। মীনায় এই দুই রাত্রিযাপন করাও ওয়াজিব। দুই দিবসে কঙ্কর মেরে মীনা থেকে তাড়াতাড়ি মক্কায় প্রত্যাবর্তন যারা করবেন তাদের জন্য সূর্যাস্তের পূর্বেই বের হয়ে আসতে হবে। যিনি দেরী করবেন ওয় রাত মীনাতে থেকে ওয় দিবসে কঙ্কর মেরে তারপর মক্কায় আসলে উত্তম কাজ হবে, অধিক সওয়াব পাবেন।

মীনায় তিনদিন তিনরাত অবস্থান করে প্রতিদিনই সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতেই কঙ্কর মারবে। এইক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে কঙ্কর মারার তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব।
৩ দিনে কঙ্কর নিষ্কেপ কখন শুরু করব? দুপুরের পর থেকে। এর আগে জায়েয নয়।

জামরা উলা (প্রথম): মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে। প্রতি কঙ্কর নিষ্কেপের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে। একের পর এক ৭টি নিষ্কেপ করবে, এরপর কিছুটা পিছিয়ে এসে জামরাকে বামে রেখে কিবলামুখী হয়ে দুহাত তুলে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

২য় জামরা: প্রথমবারের মতই নিষ্কেপ করবে, তবে নিষ্কেপের পর কিছুটা সম্মুখের দিকে সরে যাবে এবং জামরাকে ডানে রেখে কিবলাকে সম্মুখে রেখে হাত উঠিয়ে দোয়া করবে।

৩য় জামরা(বেড় জামরা): এখানে কঙ্কর নিষ্কেপের পর সেখানে আর দাঁড়াবে না এবং দোয়াও পাঠ করবে না। কঙ্কর মেরেই চলে আসবে।

যে ধরনের উয়র থাকলে মিনায় রাত্রি যাপন না করলেও গোনাহ হবে না?

- (১) সম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে।
- (২) নিজের জানের নিরাপত্তার অভাববোধ করলে।
- (৩) এমন অসুস্থতা যে অবস্থায় মিনায় রাত্রি যাপন করলে তার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে।
- (৪) অথবা এমন রোগী সাথে থাকা যার সেবা-শুশ্রূষার জন্য মিনার বাইরে থাকা প্রয়োজন।
- (৫) এমন লোকের অধীনে চাকুরীরত যার নির্দেশ অমান্যে চাকুরী হারানোর ভয় আছে, এ ধরনের শরয়ী ওয়র থাকলে।

১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ তারিখে দিনের বেলায় মিনায় থাকা জরুরী না, তবে থাকাটা উত্তম।

এ ৩ দিনে পাথর নিষ্কেপের শেষ সময় কখন?

সুন্নাত হলো সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত। তবে রাতেও মারা যাবে অর্থাৎ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত জায়েয আছে

বিদায়ী তাওয়াফ

মক্কা মুয়াযযমায় অবস্থানকালে হাজীগন সর্বক্ষন আল্লাহর যিকর, আনুগত্য, আমলে সালাহ, দুয়া-দরুদ, নফল নামায ও তাওয়াফ করবেন। যখন এখান থেকে চলে যেতে চান দেশে তখন তাদের জন্য তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব, যেন তাদের সর্বশেষ অবস্থান কালটি বাইতুল্লাহতে ব্যয়িত হয়।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। লোকদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের শেষ সময়টি যেন সমাপিত হয় বাইতুল্লাহে। কিন্তু ঋতুবতী নারীদেরকে এ বিষয়ে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সহিহ আল বুখারী ও মুসলিম

“বায়তুল্লাহর তাওয়াফ প্রত্যেক ব্যক্তির শেষ কাজ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মক্কা থেকে বেরিয়ে না যায়। সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৮৩।

ঠিক উমরার তাওয়াফের যে নিয়ম, বিদায়ী তাওয়াফের নিয়মও তেমনি। অবশ্য এ তাওয়াফ হাজী তার স্বাভাবিক পোষাক পরেই করবে এবং এতে রমল ও ইযতিবা' করা সুল্লাত নয়। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়ুন। এরপর মাসজিদুল হারাম থেকে বেরিয়ে পড়ুন এবং মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আটি পাঠ করুন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»»

“আল্লাহর নামে (বেরিয়ে যাচ্ছি)। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি। সহিহ মুসলিম

হজ্জের ১ম দিন
(৮ই যিলহজ্জ)

ইহরাম অবস্থায় মক্কা থেকে মীনায়
রওয়ানা

মীনায় ৫ ওয়াক্ত সালাত কসর
আদায়(আজকের
যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও পরদিন
ফযর অথবা আজকের
ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা)

মীনায় রাতে অবস্থান।

হজ্জের
২য়
দিন(৯ই
যিলহজ্জ
আরাফার
দিন)

ফযরের সালাত পড়ে(বা
অনেক ক্ষেত্রে ফযরের
আগেই) আরাফাতের
ময়দানের উদ্দেশ্যে
তাকবীরে তাশরীক পড়তে
পড়তে রওয়ানা

আরাফার
সীমানার
মধ্যে
অবস্থান

ওয়াক্তমত
যোহর ও
আসরের কসর
সালাত আদায়

সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া ও
যিকিরে মশগুল থাকুন।
(বিশেষ করে এই
দোয়াটি পড়ুন লা-
ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ওয়াহদাহ্ লা শারীকা
লাহ্ লাহুল মুলকু ...

সূর্যাস্তের পর
মাগরিবের
সালাত না পড়ে
মুযদালিফার
উদ্দেশ্যে রওয়ানা

মুযদালিফায়
পৌছে মাগরিব
ও ইশা সালাত
কসর পড়ুন

বড় জামরায়
মারার জন্য ৭টি
কঙ্কর যোগাড়
করুন এবং
খোলা আকাশের
নীচে বিশ্রাম
নিন।

হজ্জের
৩য়
দিন(১০
ই
যিলহজ্জ
ঈদের
দিন)

মুযদালিফায়
ফযরের
সালাত পড়ে
কিবলামুখী
হয়ে তাসবিহ
তাহলীল ও
হাত উঠিয়ে
দোয়া করা

আকাশ ফর্সা
হয়ে গেলে
সূর্য উঠার
আগেই মিনার
উদ্দেশ্যে
রওয়ানা
(রাতে না
পেরে থাকলে
৭টি কঙ্কর
এখন যোগাড়
করতে
পারেন)

বেশী বেশি
তালবিয়া ও
আল্লাহ
আকবার
পড়তে
পড়তে
চলুন--
ওয়াদী
মুহাসসির
স্থানে দ্রুত
হাটুন-

মীনায়
তাবুতে
গিয়ে
নাস্তা
সেরে
ও ব্যাগ
গুছিয়ে
হালকা
করে
নিন

সূর্য হেলার
পূর্বেই বড়
জামরায়
পৌছা মাত্র
তালবিয়া
পড়া বন্ধ

৭টি
কঙ্কর
মারার
পর
কুরবানী
করুন-

পুরুষে
রা চুল
মুগুন ও
মহিলা
রা চুল
কাটবে
ন

মক্কার
উদ্দেশ্যে
রওয়ানা

তাওয়াফে
ইফাদা বা
ফরয
তাওয়াফ
করুন

সাগ্ন করুন

মিনার
উদ্দেশ্যে
রওয়ানা

মীনায় রাত্রি
যাপন



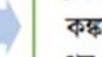
হজ্জের ৪র্থ
দিন (১১ই
যিলহজ্জ)



ফরয তাওয়াফ, সাঈ, কুরবানী
মাথা মুন্ডন না করে থাকলে
আজ করুন



সূর্য হেলার
পরে এবং সূর্য
ডুবার আগে
৩টি জামারাতে
ধারাবাহিকভা
বে কঙ্কর
নিষ্ক্ষেপ করুন



১ম ছোট জামারা
কঙ্কর নিষ্ক্ষেপের
পর দোয়া করুন



মেঝো জামারাতে কঙ্কর
নিষ্ক্ষেপের পর দোয়া
করুন...



বড় জামারাতে
কঙ্কর নিষ্ক্ষেপের
পর দোয়া না করে
তাড়াতাড়ি চলে
আসুন



রাতে মীনায়
অবস্থান
করুন।

হজ্জের
৫ম দিন (১২ই
যিলহজ্জ)



ফরয তাওয়াফ,
সাঈ, কুরবানী মাথা মুন্ডন
না করে থাকলে আজ
করুন



সূর্য হেলার
পরে এবং
সূর্য ডুবার
আগে ৩টি
জামারাতে
ধারাবাহিকভা
বে কঙ্কর
নিষ্ক্ষেপ
করুন



১ম ছোট
জামারা কঙ্কর
নিষ্ক্ষেপের পর
দোয়া করুন



মেঝো জামারাতে কঙ্কর
নিষ্ক্ষেপের পর দোয়া
করুন...



বড় জামারাতে
কঙ্কর নিষ্ক্ষেপের
পর দোয়া না
করে তাড়াতাড়ি
চলে আসুন



সূর্য অস্ত যাওয়ার
পূর্বেই মীনা
ত্যাগ করতে
হবে



সূর্যাস্তের পূর্বে
মীনা ত্যাগ না
করতে পারলে
মীনার তাবুতে
রাত্রি যাপন
করতে হবে।

হজ্জের ৬ষ্ঠ
দিন (১৩ই যিলহজ্জ)



গতদিন সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ যারা করতে পারেন নি তারা আজ ৩টি
জামারায় ধারাবাহিকভাবে কঙ্কর নিষ্ক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই মীনা ত্যাগ করে
মক্কায় চলে আস



আসরের সালাত পড়ে তাকবির তাশরীক
পড়ুন, এরপর আর পড়তে হবে না।



جَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا

Sisters' Forum In Islam